লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬,
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in /
lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন
পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।
২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা
এক বৎসর ৬০ টাকা
দুই বৎসর ১০০ টাকা
(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ ● সংখ্যা - ২৩ ● ১লা মার্চ ২০১৪ ● মূল্য - ২.০০ টাকা ● Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

অল্প কথায়

অসংগঠিত ভবিষ্যত

বার্তা প্রতিনিধি: ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪১ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৪৮ জন অসংগঠিত শ্রমিককে ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। অন্তত: ১০০টি পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যের পরিবহন এবং নির্মাণ শ্রমিকরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।
এই প্রকল্পে শ্রমিকরা ২৫ টাকা দিলে রাজ্য সরকার উক্ত শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে ৩০ টাকা দেবে। ৬০ বছর হয়ে গেলে উক্ত শ্রমিক ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা পাবেন। চিকিৎসা খরচ পাবেন ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা। স্বাভাবিক মৃত্যু হলে উক্ত শ্রমিকের পরিবার পাবে ৫৩ হাজার টাকা। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে পাবেন ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা।

নির্ভয়া কার্ড

বার্তা প্রতিনিধি : মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। গত ৪৩ বছরে সারা দেশে ধর্ষণের ঘটনা প্রায় ১০ গুণ বেড়ে গিয়েছে।
ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ধর্ষণ ছাড়াও বেড়েছে অপহরণ এবং খুনের মত জঘন্য ঘটনাও। এদিকে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মোকাবিলা করতে নির্ভয়া কার্ড চালু করেছে উত্তর-মধ্য রেল।
এ টি এম কার্ডের মত দেখতে, এই কার্ডে রেল পুলিশের নাম্বার সহ আরও কিছু হেল্পলাইন নাম্বারও লেখা থাকবে। কোন অপ্রীতিকর ঘটনার মুখে পড়লে মহিলারা ওই নাম্বারে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

কন্যাশ্রী সমীক্ষা

বার্তা প্রতিনিধি: কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পর বাল্য বিবাহের সংখ্যা কমেছে কিনা জানতে ২৩ হাজার বাড়ীতে নমুনা সমীক্ষা চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর পাশাপাশি স্কুল ছুটদের ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য সমীক্ষা করা হবে। ইউনিসেফের সাহায্যে এই সমীক্ষা করা হবে।
প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহ রোধে ২০১৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হয়েছে।

পাচার প্রতিরোধে সচিত্র পরিচয়পত্র

বার্তা প্রতিনিধি: নাবালক নাবালিকাদের পাচারের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী ও প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সচিত্র পরিচয়পত্র চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার।
প্রাথমিকভাবে উত্তর দিনাজপুর জেলার বিন্দোল গ্রামে এই প্রকল্পটি চালু করা হচ্ছে। কোনও নাবালক বা নাবালিকা এই গ্রাম থেকে রাজ্যের অন্যত্র বা ভিন রাজ্যে গেলে তাদের এই ধরনের পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। পরিচয়পত্রের একদিকে থাকবে নাবালক/নাবালিকার নিজের নাম, বাবা মায়ের নাম, ঠিকানা, থানা ইত্যাদি। অন্য অংশে থাকবে নাবালক/নাবালিকা কোথায় যাচ্ছে, চাকরিদাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নং ইত্যাদি। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরের বিন্দোল গ্রামের বহু মানুষ কিডনি পাচার চক্রের হাতে পড়ে তাদের মূল্যবান কিডনি খুইয়েছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় বৃদ্ধিতে জোর

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব আয় বাড়াতে কর ব্যবস্থা চালু করার জন্য জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতে, পঞ্চায়েতগুলি যদি তাদের নিজস্ব আয় বাড়াতে না পারে তাহলে এলাকার উন্নয়ন সম্ভব নয়।
রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে এক নির্দেশে জেলার সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদকে তাদের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফেরি ঘাট, সরকারি পুকুর, রাস্তার টোল, বাড়ির কর, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চলা পোল্ট্রি ফার্ম, জেলা পরিষদের অধীন বাস স্ট্যান্ড প্রভৃতি থেকে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর আদায়ে সক্রিয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বকেয়া কর আদায়ের ব্যাপারেও বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ার কথা নির্দেশে বলা হয়েছে।

অসংগঠিত শ্রমিকসভা বাদু বাজারে

বার্তা প্রতিনিধি : অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য তাদের গোচরে আনতে ১৭ ই ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদু বাজারে এক তথ্য প্রদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। 'সৃষ্টি ফর হিউম্যান সোসাইটি'র সহযোগিতায় 'পশ্চিমবঙ্গ গৃহ পরিচারিকা সমিতি' এই তথ্য শিবিরের আয়োজন করে।
'গৃহ পরিচরিকা সমিতি'র উদ্যোক্তাদের নিজস্ব সংগীতের মধ্য দিয়ে তথ্য শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই তথ্য শিবিরের পরিচালক ও বক্তারা ছিলেন মূলত তৃণমূলস্তরের কর্মী। তহমিনা মন্ডল, স্বপ্না ত্রিপাঠি, মিজানুর রহমান, সুচিত্রা হালদার প্রমুখ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সরকারের যে সমস্ত পরিষেবা রয়েছে সেগুলি সকলের সামনে তুলে ধরেন।
অসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রূপে বর্ণনা করে বক্তারা অসংগঠিত শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন তৈরির মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প সহ অন্যান্য যে সমস্ত সরকারি সুযোগসুবিধা রয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সভায় তুলে ধরা হয়। 'সৃষ্টি ফর হিউম্যান সোসাইটি'র পক্ষে অসিত দত্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিত হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমস্ত রকম সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।
এই সভায় রবীন মজুমদারের লৌকিক-অলৌকিক অনুষ্ঠানটি বিশেষ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সহ প্রায় পাঁচশ' মানুষ এই তথ্য শিবিরে অংশ নেন। অসংগঠিত শ্রমিকদের নানা ধরনের সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য ১ লা মার্চ থেকে বাদু বাজারে একটি অফিস খোলা হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অফিসটি প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এই তথ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে এলাকার স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

একশ' দিনের কাজে আরও চার দপ্তর

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পঞ্চায়েত দপ্তর ছাড়া আরও চার দপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করল রাজ্য সরকার। এই চারটি দপ্তর হল, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন, যুব পরিষেবা, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন এবং উদ্যান পালন দপ্তর। এবার থেকে এই চারটি দপ্তরও তাদের দপ্তরের অধীন সংশ্লিষ্ট কাজগুলি একশ' দিনের কাজের প্রকল্পে করাতে পারবে। একশ' দিনের কাজের প্রকল্পে গতি আনতে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে একশ' দিনের কাজের প্রকল্পের পরিসর বেশ কিছুটা বাড়বে। রাজ্যের পঞ্চায়েত সচিবের মতে, একশ' দিনের কাজের প্রকল্পে পুরোপুরি সুফল পেতে গেলে পঞ্চায়েত ছাড়া অন্যান্য দপ্তরগুলির কাজ ১২ শতাংশের পরিবর্তে ২০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। বাকী ৮০ শতাংশ কর্মদিবস পঞ্চায়েত দপ্তর সৃষ্টি করতে পারবে বলে

এরপর চারের পাতায়

একশ' দিনের কাজে বদলে যাচ্ছে বর্ধমানের গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক জীবন

প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ■ বর্ধমান

একশ' দিনের কাজ, যার পোষাকি নাম মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প বা এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ। এই প্রকল্পের হাত ধরেই পরিবর্তিত হয়েছে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন এবং সামগ্রিকভাবে গ্রাম বাংলার সমাজজীবন। সাধারণভাবে দৈনিক মজুরিতে খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী, প্রত্যেকের জীবনে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে এই প্রকল্পের সৌজন্যে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে মহিলাদের মধ্যে। একশ' দিনের কাজের সৌজন্যে তারাও পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে সংসারের অভাব দূর করতে মাঠে নেমেছে। নারী পুরুষের মধ্যে সমানাধিকারের সাথে সাথে সাম্য সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই প্রকল্প এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। খনি এলাকায় যাদের নাম লেখানো ছিল চোরা কারবারিদের খাতায়, যারা ছিল মাফিয়াদের ছায়াসঙ্গী, অন্ধকার বিষাক্ত গ্যাসে ভর্তি পরিত্যক্ত খনিতে নেমে যারা ইঁদুরের মত জীবন কাটাতো, তারা আজ সরকারি প্রকল্পের হাত ধরে মানুষের মত বাঁচতে শিখছে। ফি-বছর বন্যার সময় দামোদর, অজয়ের মত নদ-নদীর বালি পড়ে যে সমস্ত জমি হয়ে গিয়েছিল চাষের অযোগ্য, সেরকম হাজার হাজার বিঘা জমি আজ দুই-তিন ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। ডাঙা-ডহর যেখানে ফসল ফলবে বলে কেউ কখনও ভাবতেও পারেনি সেগুলি আজ চাষযোগ্য জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। খরাপ্রবণ জমিও আজ শস্যে ভরা। মজে যাওয়া ডোবা রাতারাতি পরিবর্তিত হয়েছে বড় দিঘিতে, যার কানায় কানায় জল, তাতে চলছে মাছ চাষ। দিঘির চারপাশে ফলের বাগান। এমনকি দিঘিকে কেন্দ্র করে হতে চলেছে পার্ক। এরকম হাজারও বদলে যাওয়া বিস্ময়কর কাহিনী আছে বর্ধমান জেলা জুড়ে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর
উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ
সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা)অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

মা ও শিশু স্বাস্থ্য

মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির প্রশ্নে ইউনিসেফের রিপোর্টে রাজ্যের আত্মসন্তুষ্টির কোনো জায়গা নেই। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ও ইউনিসেফ আয়োজিত এক আলোচনা চক্রে ইউনিসেফের পেশ করা রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির উদ্বেগের বিষয়টি উঠে এসেছে। এই রিপোর্টে দেখা যায়, রাজ্যে ১ দিন থেকে ১ বছর বয়সের মধ্যে থাকা শিশু মৃত্যু প্রতি হাজারে ৩১-৩৩ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এ ক্ষেত্রে রাজ্যের উদ্বেগের বিষয় হল, গত ৩ বছরে এই পরিস্থিতির বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি। এক্ষেত্রে আরও উদ্বেগের বিষয় হল, ৬ মাস থেকে ৩ বছর বয়সি ৬৯ শতাংশ শিশু রক্তাল্পতায় এবং ৩ বছরের কম বয়সি ১৯ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়সের আগেই ৪৭ শতাংশের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, যা নি:সন্দেহে উদ্বেগজনক। শিশুমৃত্যুর অন্তত ৫৫ শতাংশই ঘটছে অপুষ্টিজনিত কারণে। তিন বছরের কম বয়সি শিশুদের ৩৩ শতাংশের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ নয়। তপসিলি জাতি, উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত শিশুদের মধ্যেই অপুষ্টির হার বেশি। ৫৪ শতাংশ মহিলাই মা হওয়ার পর পরবর্তী স্বাস্থ্য সুবিধা পান না। মাত্র ৪৩.১ শতাংশ মহিলা প্রসবের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। শিশুদের ক্ষেত্রে ৩৫.৭ শতাংশ শিশুর পুরো টিকাকরণ না হওয়াটাই জীবন সংশয়ের একটা বড় কারণ রূপে চিহ্নিত হতে পারে।

রাজ্যে মা ও শিশুরা যে সযত্নে লালিত হচ্ছেন এই রিপোর্টে সে ধরনের আশাব্যাঞ্জক চিত্র পাওয়া যায়নি। গ্রামাঞ্চলের অবস্থা এর চেয়ে আরও খারাপ। কলকাতার ফুটপাত ও বস্তিবাসী শিশু ও সন্তানসম্ভবা মায়েদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে আই সি ডি এস এর নেতিবাচক ভূমিকার কথাই এই রিপোর্টে উঠে এসেছে। প্রত্যন্ত গ্রামেও আই সি ডি এস পরিষেবা যথাযথ ভাবে চলছে এমন কথা বলা যায়না। মা ও শিশুর অপুষ্টি দূর করতে হলে একদিকে যেমন আই সি ডি এস সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করতে হবে তেমনি আই সি ডি এস এর পরিষেবা জনিত ঘাটতিগুলিও দূর করতে হবে।

আসলে সরকার বা প্রশাসন কোনো রিপোর্ট বের হওয়ার পর সমস্যার সমাধানে যেটুকু সক্রিয় থাকেন পরবর্তীতে সে ধরনের উদ্যোগ এবং সক্রিয়তা চোখে পড়ে না। কিন্তু এক্ষেত্রে জীবন রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ ভাব থাকলে সরকারকে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যে (এম.ডি.জি) মাতৃত্বজনিত মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনার সরকারি অঙ্গীকারের কথা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

জৈবসারে উৎপাদিত পণ্যের বাজার

বার্তা প্রতিনিধি : চাষবাসে রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের সূচনা হয়েছিল পশ্চিমী দুনিয়াতে। তারপরে তা সম্প্রসারিত হল তৃতীয় বিশ্বে। ভারতের ১২০ কোটি লোকের বাজার রাসায়নিক সার বিক্রেতাদের মুঠোয় চলে এল। ভারতেই তৈরি হয়ে গেল রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের রমরমা বাজার। চারিদিকে সবুজ বিপ্লবের ঝড় বইয়ে দেওয়ার ফলশ্রুতিতে প্রাণঘাতী রোগ ঢুকে পড়ল ঘরে ঘরে। ক্যানসার হাসপাতালে জায়গা পাওয়া দুস্কর হলো। কিডনি লিভারের মত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অচল হতে শুরু হল। অনেক দেরীতে হলেও রাসায়নিক সারের দাপট উপলব্ধি করে ভারতে 'জৈব' 'জৈব' চীৎকার শুরু হল। সেই সুবাদে পশ্চিমবঙ্গেও বাঁচার তাগিদে জৈব ফসলের পদধ্বনি শোনা গেল। সম্প্রতি কোলকাতার সল্টলেকের ১ নং সেক্টরে সিডি ১ (সেবা হাসপাতালের বিপরীতে) শুরু হয়েছে সপ্তরথীর (সাত বন্ধু) উদ্যোগে সাপ্তাহিক জৈব সামগ্রীর বাজার। রাসায়নিক মুক্ত জৈব আনাজ, ফল, ঢেকিছাঁটা চাল, ময়দা, গুড়, মধু, চা, আচার। জৈব সার দিয়ে চাষবাসে যুক্ত চাষীরাই তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিয়ে নিরাপদ, খাঁটি ও সুস্বাদু জিনিস পেতে ভীড় হওয়াই স্বাভাবিক।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে আমরা সর্বনাশের দিকে এগোচ্ছি

সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আটকা পড়ছে:

সূর্য পৃথিবীতে অনেক তাপ পাঠায়। এই তাপের ৪৭ শতাংশ পৃথিবীর মাটি ও জল শুষে নেয়। ১৮ শতাংশ নিয়ে নেয় বায়ুমন্ডল। বাকী ৩৫ শতাংশ মহাশূন্যে ফেরৎ চলে যায়। সূর্যতাপের এই হিসাব নিকাশ ঠিকঠাক থাকলে পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকবে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর এই তাপমাত্রা ঠিক থাকলে গরম-বর্ষা-শীত ঠিক সময়ে আসা যাওয়া করে। এরা কোনও বিপদ ঘটায় না। কিন্তু যে পরিমাণ তাপ মহাশূন্যে ফেরৎ যাবার কথা সেটা পৃথিবীতে আটকা পড়ে যাচ্ছে।

সূর্যের তাপ পৃথিবীতে আটকে পড়ছে কেন?

অক্সিজেন ছাড়াও বাতাসে আরও অনেক গ্যাস থাকে। বাতাসে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন প্রভৃতি গ্যাস থাকার কথা এসব গ্যাসের পরিমাণ তার থেকে অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এসব গ্যাসগুলোই সূর্যের ফেরৎ যাবার তাপ আটকে দিচ্ছে পৃথিবীতে। এই তাপ আটকাতে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। এসব গ্যাস বাতাসে এতটাই বেড়েছে যে, ফেরৎ যাবার তাপ আটকে গিয়ে পৃথিবীর মাটি আর সমুদ্রের জলকে বেজায় গরম করে তুলছে। পৃথিবীর তাপ বাড়ার এই ব্যাপারটাকে গ্লোবাল ওয়ারমিং, বাংলায় পৃথিবীর উত্তাপবৃদ্ধি বলা হয়। সমুদ্রের জলের তাপ বাড়াকে বলা হয় এল-নিলো। পৃথিবীর গড় উত্তাপ বেড়ে গেছে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কোথা থেকে বাতাসে এত কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ছে?

কলকারখানা, যানবাহন, কয়লা, তেল ও গ্যাস পোড়ানো থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড হু হু করে বাড়ছে বাতাসে। এই গ্যাসটা যত বাড়ে অক্সিজেন তত কমে। গরম বাড়িয়ে তোলার আর একটি গ্যাস হলো ক্লোরোফ্লুরো কার্বন। কী কাজে লাগে এই গ্যাস? মোটর গাড়ীর কারখানা, রেফ্রিজারেটর, হিমঘর প্রভৃতিকে ঠান্ডা করার কাজে লাগে। পেইন্টিং স্প্রে, ফোম শিল্পেও এই গ্যাসের দরকার। শিল্প কারখানায় এগুলো আটকানোর ব্যবস্থা না করলে বাতাসে মিশে বিপদ ঘটায়।

বিপজ্জনক এই গ্যাসগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনও ব্যবস্থা প্রকৃতি করেছিল কি?

নিশ্চয়ই, প্রকৃতি সে কাজটা করে রেখেছিল। এসব ক্ষতিকর গ্যাস বাতাস থেকে শুষে নিয়ে পৃথিবীর তাপ ঠিক রাখার জন্য প্রকৃতি গাছ-গাছালি, বন-অরণ্য এসব দিয়েছিল পৃথিবীকে। দিয়েছিল জলাভূমিও। গাছ আর জলাভূমিই তো বাতাসের ক্ষতিকর গ্যাসগুলো বুকে ধারণ করে পৃথিবীকে বাঁচায়। লাভ-লোভ-লালসায় পরে মানুষ দেদার গাছ কাটছে। অরণ্য ধ্বংস করছে। জলাভূমি ভরাট করছে। এভাবেই আমাদের বিপদ ও সর্বনাশ আমরাই ডেকে আনছি।

সর্বনাশগুলো কেমন?

যেটুকু তাপ বেড়েছে এতেই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে। বিভিন্ন পর্বতশিখর এবং হিমবাহের বরফও গলছে। আমাদের হিমালয়ের হিমবাহ গলছে এখন। বরফগলা জলে বাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। লন্ডন, ওয়াশিংটন, ঢাকা, কোলকাতার মত আরও অনেক নগর ডুবে যাবে। জলের তলায় চলে যাবে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মরিসাস, নেদারল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ-ভারতের মত বহু দেশ। উত্তাপের উগ্রতায় দেখা দেবে মহাপ্লাবন, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, যার পরিণামে ঘনিয়ে আসতে পারে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ। আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ক্যাটরিনা, রিটা, উইলমা ঝড়ের তান্ডব বাড়তে থাকার আশংকাও অমূলক নয়। ঘুর্ণিঝড়, টর্নেডো, টর্পেডো, সুপার সাইক্লোন, এমনকি সুনামিও দাপিয়ে বেড়াবে। আবহাওয়া ও জলাবায়ুর মেজাজ-মর্জি পাল্টে যাবে। ঋতুগুলো যা খুশী তাই আচরণ করবে, এমনই আশংকা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের। আমরা এর মধ্যেই ছয় ঋতুর অসংলগ্নতা অনুভব করতে শুরু করেছি। মরুভূমি বাড়তে থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আগামী দিনে এই সর্বনাশের কবলে পড়ব আমরা সবাই। এখনও সময় আছে। আসুন, সবাই মিলে অন্তত একটা কাজ করি - যে কোনও মূল্যে গাছ, অরণ্য আর জলাভূমি বাঁচানোর সংগ্রামে সামিল হই।

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম

বিষ বীজের বিপদ : সতর্কতা জরুরী

বিষ বীজ। জেনেটিক মডিফায়েড বীজ। জেনেটিকভাবে বদলে দেওয়া বীজ। এই বীজের ব্যবহার চলছে। এতে পরিবেশের জৈবিক নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে। সংবাদপত্রেও খবরটা এসেছে। বলা হয়েছে, গোপনে এই বিষ বীজ চাষ করার চক্রান্ত চলছে। ভারতের কোনও সরকারই এ নিয়ে সচেতন নয়। জমিতে এই বীজের পরীক্ষা চলছে। অথচ জৈবিক পরিবেশের নিরাপত্তার কথা কেউ ভাবছে না। বহুজাতিক সংস্থাও জানায় না কী ধরনের 'জিন' ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে বহুজাতিক বীজ কোম্পানী মনস্যানটোর ভূমিকা সন্দেহজনক।

আধুনিক জৈব প্রযুক্তিতে জৈব পরিবর্তন, কোষ, কলা ও ভ্রূণের ক্লোন ও জিনের হেরফের ঘটিয়ে 'বিশেষ' গুণযুক্ত প্রজাতি তৈরি করা হচ্ছে। আমেরিকা, কানাডার মত কিছু দেশ বেশ কিছু পরিবর্তিত জিনের শস্যের স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু অচেনা জেনেটিক মডিফায়েড বীজের পরীক্ষাগার হলো তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো। এসব দেশে খাদ্যশস্য, কৃষিতে কারিগরী শিক্ষার অভাব আছে। বলা হচ্ছে, এই ধরনের বীজের খরা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। বন্যা এবং লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে ফেলতে পারে। শস্যের পুষ্টিগুণেরও উন্নতি সম্ভব।

কিন্তু জিনের বিবর্তন ভবিষ্যতে জিনদূষণ সৃষ্টি করতে পারে। তৈরি হতে পারে ব্যাপক আগাছা। ধ্বংস হবে চাষের জমির বন্ধুপোকা। আমাদের কাছে অ্যালার্জি হিসাবে গণ্য হবে আমাদের প্রধান শস্য। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে বাস্তুতন্ত্র। সর্বনাশ ঘটবে জীববৈচিত্রের।

স্টেট এগ্রিকালচার টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন বিষ বীজ ও বিষবৃক্ষের চাষ বন্ধ করতে নিম্নলিখিত দাবীগুলি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছে।

(১) কোনও এলাকায় অপরীক্ষিত জেনেটিক মডিফায়েড বীজ মাঠে লাগিয়ে পরীক্ষার আগে অনুমতি নিতে হবে। কার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে সেটা সরকার বলে দেবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকারকে 'জৈবিক নিরাপত্তা আইনটি' কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

(৩) এলাকাভিত্তিক জৈব নিরাপত্তা কমিটি তৈরি করে বিষ বীজ ও বিষ বৃক্ষ লাগানোর চেষ্টা সম্পর্কে নজরদারী বাড়াতে হবে।

(৪) কৃষকদের মধ্যে বিষ বীজ নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

আগে চাই জিন-পরিবর্তিত খাদ্যশস্য সম্পর্কে পুরো তথ্য। এর ব্যবহারকারীদের অনুকূল মতামত পেতে হবে। তা না পাওয়া পর্যন্ত এই বিষ বীজের চাষ একদম চলবে না। এসব এড়িয়ে বিষ বীজ চাষের যে চক্রান্ত শুরু হয়েছে তা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

পঞ্চায়েতগুলো বীজ বন্টনের ঠিকঠাক হিসাব রাখবে। পঞ্চায়েতকে এড়িয়ে কোনও বীজ যেন চাষীদের হাতে না আসে। শোনা যাচ্ছে, বিনে পয়সায় বিষ বীজ চাষীদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে চক্রান্তকারীরা। এটা তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে।

(বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম)

রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম

প্রাক্‌কথন

সাধারণত ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সকালকে বয়:সন্ধিকাল বা কৈশোর বলা হয়। আমাদের দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর পাঁচ ভাগের একভাগেরও বেশী জুড়ে আছে কিশোর-কিশোরীরা। এই বয়সই শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা প্রাপ্তির দিকে এগোনোর সময়। জীবনের এই সময়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কিশোর-কিশোরীদের শরীর ও মনে অনেক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তাদেরকে অনেক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া আমাদের দেশের ১৫ শতাংশ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় ১৩ বছর বয়সের আগে, প্রায় ৩৩ শতাংশ মেয়েদের বিয়ে হয় ১৫ বছরের মধ্যে এবং প্রায় ৬৪ শতাংশ মেয়েদের বিয়ে হয় ১৮ বছর হতে না হতেই। প্রায় ৫৫ শতাংশ কিশোরীরাই অপুষ্টি ও রক্তাল্পতার শিকার। এছাড়া প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথাযথ সচেতনতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানই পারে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় গর্ভপাত ও প্রসবকালীন মৃত্যুর হার কমাতে।

এই প্রেক্ষিতেই নতুন ভাবনা ও কর্মসূচির সূচনা যা বয়:সন্ধিকালীন স্বাস্থ্য বা কৈশোর স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। শুধু মা ও শিশুর স্বাস্থ্যই নয়, এর পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য যা কিনা এতদিন বিশেষভাবে আলোচিত হয়নি, সেটির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়েছে এবং কিছু নতুন কর্মসুচি গ্রহণ করা হয়েছে কিশোর-কিশোরীদের বিশেষ শারীরিক ও মানসিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে ও পূর্ণ বিকাশের স্বার্থে।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

পুষ্টির উন্নতিসাধন :

১. কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অপুষ্টির প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনা।

২. লৌহ ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন :

১. যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সঠিক ও বৈজ্ঞানিক সচেতনতার সুযোগ সৃষ্টি।

২. অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ হ্রাস।

৩. কৈশোর অবস্থায় যারা সন্তান গ্রহণ করেছে তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর।

• মানসিক বিকাশে যথোচিত সাহায্য দান

• কৈশোর অবস্থায় চোট আঘাত ও হিংসার প্রতিরোধ ও বিভিন্ন নেশার প্রতিরোধে দক্ষতার বিকাশ।

• ভবিষ্যতের অসংক্রামক ব্যাধিগুলি (উদাহরণস্বরূপ : উচ্চরক্তচাপ, মধুমেহ, হৃদরোগ ইত্যাদি) এড়াতে প্রয়োজনীয়, দক্ষতা ও কুশলতার বিকাশ।

কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়া ও মোকাবিলা করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাগুলিতে জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিশোর-কিশোরীদের সহায়তা কেন্দ্র (অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ ক্লিনিক) এবং বিভিন্ন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 'অন্বেষা' ক্লিনিক খোলা হয়েছে যা কিশোর-কিশোরীদের সার্বিক পরিষেবা দান করে। এই সব ক্লিনিকে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরামর্শদাতা আছেন যাঁরা পরামর্শ ও পরিষেবাগুলি পেতে সাহায্য করেন। এই ক্লিনিকে কিশোর-কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন মানসিক ও শরীরিক স্বাস্থ্য ও কোনও সমস্যার পরামর্শদান, চিকিৎসা, রেফারেল ও আউটরিচ কাজের মাধ্যমে সচেনতা ও তাদের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অনেক কিশোর-কিশোরীই নিজেদের সমস্যাগুলি নিজের বাড়ির গুরুজনদের কাছে প্রকাশ করে না যার ফলে সঠিক পরামর্শ ও দিশা পায় না। এই সহায়তা ক্লিনিকে তারা গোপনীয়তা বজায় রেখে সঠিক পরিষেবা পেতে পারে। সুষম খাদ্য ও পুষ্টি, গর্ভপাত, বিবাহপূর্বক পরামর্শ, এইচ.আই.ভি.এইডস ও যৌনরোগ নিয়ন্ত্রণ,ড্রাগ ও নেশা কমানোর বিষয়ে পরামর্শ, যৌননিগ্রহ ও হেনস্থার মোকাবিলা, শিখন সমস্যা ও অন্যান্য মানসিক ও আবেগজনিত সমস্যার নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ প্রদান করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিলে প্রয়োজনমতো হাসপাতালে আই.সি.টি.সি., সুরক্ষা/আর.টি.আই. ও এস.টি.আই. ক্লিনিক, চর্ম বর্হিবিভাগ, গাইনি বিভাগ, মনোরোগ বিভাগে রেফার করা হয়। বর্তমানে মোট ২২ টি কৈশোর ক্লিনিক ও ৩৪১ টি অন্বেষা ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে। আগামী দিনে এই সব কিশোর-কিশোরীদের সহায়তাদান কেন্দ্র সংখ্যায় আরও বাড়ানো হবে। এই কেন্দ্রগুলিই তাদের নিজস্ব ঠিকানা।

এই কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করবার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রমে কিশোর-কিশোরীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই কারণে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে ছোটো ছোটো কিশোর দল গঠনের একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যারা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দৈনন্দিন কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যের কান্ডারির ভূমিকা পালন করবে। এই দলগুলির গঠন ও প্রশিক্ষণের কর্মসূচিও সূচিত হয়েছে। মূলত: কিছু কিছু খেলা ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী পদ্ধতি অবলম্বন করে এদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল সাপ্তাহিক আয়রন ও ফোলিক অ্যাসিড সম্পূরণ কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল রক্তাল্পতামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলা। বর্তমানে, বয়:সন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীদের রক্তাল্পতার হার ৫৫শতাংশের উর্ধ্বে যা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। রক্তাল্পতার কারণে ছেলেমেয়েদের শরীরিক, বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে চক্রাকারে এই কুফল বাহিত হয়। স্থায়ীভাবে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস করতে হলে বয়:সন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের বিশেষত: মেয়েদের মধ্যে রক্তাল্পতা প্রতিরোধ অসীম গুরুত্ব বহন করে। এই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়েই ডাব্লু আই এফ এস কর্মসূচি শুরু হয়েছে যার লক্ষ্য চিকিৎসা নয়, সম্পূরক জোগান। এই কর্মসুচি অনুযায়ী প্রত্যেক সোমবার বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের একটি করে এবং প্রত্যেক শনিবার বিদ্যালয়ছুট কিশোরীদের (১০-১৮ বছর) একটি করে আইএফএ (আয়রন এবং ফলিক অ্যাসিড) দেওয়া হবে এবং বছরে দু'বার কৃমিনাশক বড়ি পাবে। এ ছাড়াও পুষ্টি শিক্ষা প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচি রূপায়ণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর যৌথভাবে কাজ করছে।

রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের অন্যতম অঙ্গ হল কিশোরীদের মাসিককালীন স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি রূপায়ণ করা। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল মাসিককালীন স্বাস্থ্যের মান বজায় রাখা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ন্যূনতম মূল্যে কিশোরীদের 'স্যানিটারি ন্যাপকিন' দেওয়া হয় এবং মাসিককালীন স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার তিনটি ব্লকে এই কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যের ন'টি জেলায় ধাপে ধাপে এটি প্রসারিত হবে। এই কর্মসূচিটি আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

পরিশেষে একথা বলতেই হবে যে আন্তর্বিভাগীয় সমন্বয়কার্য ব্যতিরেকে এই রাষ্ট্রীয় কিশোর কার্যক্রম সাফল্যমন্ডিত করে তোলা সম্ভব নয়। তাই পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, শিশু বিকাশ ও নারী উন্নয়ন দপ্তর ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর-এর যৌথ কার্যই রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সাফল্যের পাথেয়।

পশ্চিমবঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে রক্তাল্পতার প্রভাব	
১৫-১৯ বছর বয়সি কিশোরীদের মধ্যে প্রথম বিবাহের গড় বয়স-১৭। তার মধ্যে গর্ভবতী হয়ে যায় (জাতীয় গড় ১৬)।	২৫.৩%
১৫ বছর বয়সি কিশোরী যারা ইতিমধ্যে মা হয়েছে বা গর্ভবতী, তার হার -	৭%
১২-১৩ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার -	৭৪.৬%
পুরুষদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার -	৫৯.৭%
মহিলাদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার -	৬২.২%

সূত্র : 'যোজনা' ফেব্রুয়ারি ২০১৪

জৈব খাদ্য সামগ্রীর গুণমানের নিশ্চয়তা প্রয়োজন

জয়ন্ত দাস: ভারতের স্বাস্থ্য সচেতন ক্রেতারা জৈব খাদ্যে বা অর্গানিক ফুডের খোঁজ খবর শুরু করেছেন। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে 'ইন্ডিয়া অর্গানিক' নামে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেখানেও জৈব খাদ্যের ব্যাপারে ভারতীয় ক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সম্মেলন উপলক্ষে জৈব কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিক্রেতাদের এক মেলা বসেছিল। কিউবার মতো নিজের দেশের মানুষকে জৈব খাদ্যে খাওয়ানোর তাগিদ না থাকলেও বিদেশে বেশি দাম পাওয়ার আশায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক সংস্থা জৈব খাদ্যের বাজার ধরতে মাঠে নেমে পড়েছে।

স্বাস্থ্য সচেতন ক্রেতাদের প্রথম পছন্দের তালিকায় জৈব খাদ্য থাকার কারণ প্রধানত: তিনটি। প্রথম কারণ অবশ্যই খাদ্য নিরাপত্তা। ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, গ্রোথ হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং ক্যানসার সৃষ্টিকারী সিনথেটিক কালার ও প্রিজারভেটিভ না থাকার কারণে এই ধরনের জৈব খাদ্য সব সময়ই নিরাপদ। দ্বিতীয় কারণ পুষ্টি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড: উৎপল রায় চৌধুরীর মতে, পুষ্টির শর্তে প্রায় ৩০০টি বিষয়ের ওপর তুলনামূলক পরীক্ষা করার লক্ষ্যে ৩০টিরও বেশি গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণাগুলির ফলাফলের ভিত্তিতে বলা যায় যে ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত ফসলের তুলনায় জৈব খাদ্যের পুষ্টি বেশি। এটাও দেখা গেছে জৈব খাদ্যতে ক্যানসার সৃষ্টিকারী নাইট্রেট যেমন কম রয়েছে তেমনিই বেশি পরিমাণে রয়েছে ভিটামিন সি। আর এই সব কারণেই স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য হিসেবে বিশ্বের বাজারে জৈব খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে বলে জানালেন ড: উৎপল রায় চৌধুরী।

তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এর স্বাদ। স্বাদে এবং গন্ধে এর ধারে কাছে আসতে পারেনা তথাকথিত রাসায়নিক নির্ভর চাষ থেকে উৎপন্ন খাদ্যশস্য। উন্নত দেশগুলোতে করা সমীক্ষায় জানা গেছে, সেই সমস্ত দেশের প্রায় ৫৬ শতাংশ মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য জৈব খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে চাইছেন। মানুষের এই ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটেছে গ্যাটের প্রতিবেদন এবং 'নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট' এর প্রতিবেদনে। জৈব চাষের আন্দোলনে জোয়ার আনার জন্যে গঠিত হয়েছে 'ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ অর্গানিক এগ্রিকালচার মুভমেন্ট' বা আইফোস। একই উদ্দেশ্যে ভারতে গঠিত হয়েছে অর্গানিক ফার্মাস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। জৈব খাদ্যের সম্ভাবনাময় বাজার থাকলেও এই ক্ষেত্রে প্রচুর বেনোজল ঢুকে যাওয়ায় গুণমানের নিশ্চয়তা নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠে আসছে। সরকারি নজরদারী ব্যবস্থার উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে বেশ কিছু সংস্থা জৈব খাদ্য বলে ক্রেতাদের হাতে যা তুলে দিচ্ছেন তার প্যাকেটের লেবেলে 'দি ফুড উইদাউট পয়জন' লেখা থাকলেও ভেতরের খাদ্য দ্রব্য কতটা বিষমুক্ত তা জানার সুযোগ ক্রেতাদের নেই।

অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বর্ধিত আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

(১লা এপ্রিল, ২০১২থেকে কার্যকরী)

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত ভবিষ্যনিধি প্রকল্প

■ নথিভুক্ত শ্রমিক দেবেন মাসে ২৫ টাকা, রাজ্য সরকার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অ্যাকাউন্টে ৩০ টাকা জমা দেবে এবং মোটামুটি ৮ শতাংশ (বর্তমানে ৮.৮% হারে সুদ দেবে)। সমস্ত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে মেয়াদ শেষে বা তার আগে মৃত্যু হলে।

■ একটানা দু'বছর নথিভুক্ত থাকলে একজন শ্রমিক প্রতি আর্থিক বছরে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পাবেন চিকিৎসাজনিত কারণে (সরকারি হাসপাতালে অন্তত ৫ দিন থাকলে)।

■ নথিভুক্ত শ্রমিকদের স্বাভাবিক মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারী ৫০,০০০ টাকা এবং দুর্ঘটানায় মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারী ১,৫০,০০০ টাকা পাবেন।

■ এছাড়া নথিভুক্ত শ্রমিক পাবেন একটি সামাজিক মুক্তি কার্ড যার মাধ্যমে শ্রম দপ্তরের যে কোন অফিসে গিয়ে নিজের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন।

সুবিধা		নির্মাণ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (টাকায়)	পরিবহন কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প (টাকায়)
দুর্ঘটনা জনিত	চিকিৎসার জন্য	১০,০০০ (সর্বাধিক)	১০,০০০ (সর্বাধিক)
সহায়তা	প্রতিবন্ধকতার জন্য	৫০,০০০ (সর্বাধিক)	৫০,০০০ (সর্বাধিক)
শ্রমিকের মৃত্যুতে	স্বাভাবিক	৫০,০০০	৫০,০০০
সহায়তা	দুর্ঘটনাজনিত	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০
	উচ্চমাধ্যমিক পাঠরত	৪,০০০	৪,০০০
শিক্ষার জন্য	স্নাতক স্তরে পাঠরত	৬,০০০	৬,০০০
অনুদান	স্নাতকোত্তর পাঠরত	৮,০০০	৮,০০০
	ডাক্তারি/ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত	৩০,০০০	৩০,০০০
চিকিৎসায়	কঠিন ব্যাধি	২০,০০০ (সর্বাধিক)	২০,০০০ (সর্বাধিক)
সহায়তা	অস্ত্রোপচার	৬০,০০০ (সর্বাধিক)	৬০,০০০ (সর্বাধিক)
	টি.বি.	৬,০০০ (সর্বাধিক)	-
মাতৃত্বকালীন	শিশুর জন্ম (সর্বাধিক দু'বার)	৬,০০০	৬,০০০
সহায়তা	অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত (সর্বাধিক দু'বার)	৬,০০০	৬,০০০
পেনসন	শ্রমিক (ষাট বছর বয়সের পর)	৭৫০	৭৫০
পেনসন (ন্যূনতম মাসিক)	শ্রমিকের মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি	৩৭৫	৩৭৫
পেনসন	শ্রমিকের প্রতিবন্ধকতা জনিত	৭৫০	৭৫০
	নিজের বিবাহে সহায়তা	১০,০০০	১০,০০০
অন্যান্য	সন্তানের বিবাহে সহায়তা (সর্বাধিক দু'বার)	১০,০০০	১০,০০০
	যন্ত্রপাতি ক্রয়	২,০০০	-

এই প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত হতে হলে বয়স ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে। যোগাযোগের স্থান - শ্রমমহাধ্যক্ষের অফিস, ৬ নং চার্চ লেন, চতুর্থতল, কোলকাতা - ৭০০০০১ জেলার ক্ষেত্রে: জেলা শ্রম দপ্তরের অফিস, ব্লকের ক্ষেত্রে: শ্রম আধিকারিক, ব্লক অফিস।

তথ্য সূত্র: শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্বনির্ভরতা বাড়াতে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের উপর বেশি জোর দিতে চায় রাজ্য সরকার

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়: রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বর্ধমান জেলার পানাগড়ের বিরুডিহায় আয়োজিত দ্বিতীয় মাটি উৎসবে উদ্যান পালন বিভাগের স্টলে হাতে কলমে অত্যাধুনিক চাষবাসের পদ্ধতি দেখতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। সেখানে গ্রিণ হাউস, ইনসেক্ট মেড হাউস ইত্যাদি নির্মাণ করে ফুল ও সবজি চাষ কিভাবে করা যেতে পারে তা দেখানো হয়। গ্রিণ হাউসে জারবেরা ফুল, গোলাপ চাষে যে অত্যন্ত লাভ পাওয়া যায় সে বিষয়ে ও কৃষকদের নানাবিধ পরামর্শ দেন বিজ্ঞানীরা। শেড মেড হাউসে চেরি, টমেটো, ক্যাপসিকাম চাষ করারও পরামর্শ দেওয়া হয়। ইনসেক্ট মেড হাউসে বর্ষাকালীন পেঁয়াজের বীজ ও দানা তৈরির পদ্ধতি হাতে কলমে শেখানো হয়। এই পদ্ধতিতে চাষ করলে দানার গুনমান ভালো হয় বলে জানিয়েছেন দফতরের অধিকর্তা মলয় মাঝি।

শুধু আমদানির উপর নির্ভর না করে স্বনির্ভরতা বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষের উপর জোর দিচ্ছে। চাষের পাশাপাশি পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য উৎসব ময়দানে খড় ও বাঁশের কাঠামো তৈরি করে ৫ মাসের জন্য সংরক্ষণ পদ্ধতিও হাতে কলমে শেখানো হয়। এছাড়া কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রের ব্যবহার, বীজ ও চারা কোথায় পাওয়া যায়, অল্প জলসেচের মাধ্যমে কিভাবে সবজি চাষ করা যায় সে সম্পর্কেও সুপরামর্শ দিয়েছেন দফতরের আধিকারিক এবং কৃষি বিজ্ঞানীরা। সব মিলিয়ে মেলা চলাকালীন প্রায় প্রতিদিনই উদ্যান পালন বিভাগের স্টলে ভিড় জমিয়েছেন উৎসুক মানুষজন।

প্রথম পাতার পর...

১০০ দিনের কাজে আরও চার দপ্তর

তিনি আশা প্রকাশ করেন। চলতি আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত ১২ কোটির কিছু বেশি কর্মদিবস সৃষ্টি করতে পেরেছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করা।

পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন প্রক্রিয়ায় চার-পাঁচ মাস সময় নষ্ট হওয়ায় একশ' দিনের কাজের প্রকল্প ধাক্কা খেয়েছে। তাছাড়া, এই প্রকল্পে একশ' দিনের কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হলেও বাস্তবে রাজ্যে তার অর্ধেকও কাজ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

তাই আরও বেশি কাজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা সফল করে তুলতে রাজ্য সরকার অন্যান্য দপ্তরকেও একশ' দিনের কাজের অন্তর্ভুক্ত করল।

জাতীয় বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান সপ্তাহ

(২০-২৫ শে ফেব্রুয়ারি)

খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করবেন না। এতে ডায়রিয়া ও শ্বাসকষ্টজনিত সংক্রমণ ছড়ায়। নিয়মিত শৌচাগার ব্যবহার করুন ও তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

রান্না করার আগে, খাওয়ার আগে ও পরে এবং মলত্যাগের পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিন।

সরকার প্রদত্ত নলবাহিত জল পান করুন অথবা নিরাপদ জায়গা থেকে জল নিয়ে তা ফুটিয়ে পান করুন।

বর্ধমানে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উদ্যোগ

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়: জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত এবং ব্লক অফিসে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন বর্ধমানের জেলাশাসক ড: সৌমিত্র মোহন। গত ১৮ ই ফেব্রুয়ারী বর্ধমানের জেলা বিজ্ঞানকেন্দ্রে 'রেন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম' নামে একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে এসে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মডেলটি দেখেন এবং ওই মডেলেই জেলার সমস্ত ব্লকে এবং পরে সমস্ত পঞ্চায়েত অফিসে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা চাষের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার 'জল ধরো জল ভরো' নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক জায়গায় কাজও শুরু হয়েছে।

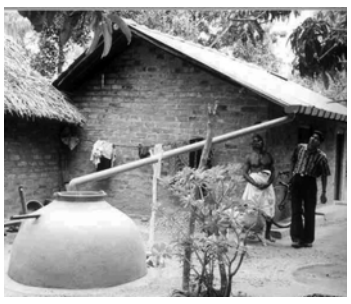

ওই মডেলটির নির্মাতা ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ অ্যান্ড ওয়েট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের বিজ্ঞানী তপন সাহা বলেন, যেভাবে মাটির নীচে জলস্তর কমছে তাতে বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই।। মাটির নীচের থেকে এত জল তোলা হয়েছে যে রাজ্যের অনেক ব্লকেই ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক আর ফ্লোরাইড মিলেছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে মাটির নীচের জল আর তোলা যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ দপ্তর ও বর্ধমান সায়েন্স সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে তৈরি জল সংরক্ষণের যে মডেলটি বসানো হয়েছে তাতে দশ হাজার লিটার জল ধরে রেখে তা শোধন করে নানা কাজে, এমনকি পানীয় জল হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে। এটি তৈরিতে ব্যয় হয়েছে সাড়ে চার লক্ষ টাকা। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের ডিরেক্টর ইমদাদুল ইসলাম জানান বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং দার্জিলিংএ এধরনের একটি করে মডেল বসানো হয়েছে।

মহিলাদের অধিকার

পরবর্তী অংশ

ইন্ডিয়ান পিনাল কোড, ১৮৬০ অধীন মহিলাদের বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা

ধারা আইপিসি	অপরাধ	শাস্তি	জামিনযোগ্য/ অজামিনযোগ্য
৩৭৬-এ	কোনও ব্যক্তি ধর্ষণ করলে বা মারাত্মক আঘাত করলে যাতে মৃত্যু ঘটতে পারে বা যার কারণে মহিলাটি স্থবীর হয়ে যান।	অন্যূন কুড়ি বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড যা আমৃত্যু পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য।
৩৭৬-বি	আলাদা থাকার(সেপারেশনের) সময় স্বামী জোর করে স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করলে।	দু'বছরের হাজতবাস যা সাতবছর পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য এবং (কিন্তু কেবলমাত্র আক্রান্তের অভিযোগের ভিত্তিতে) ও জামিনযোগ্য।
৩৭৬-সি	কর্তৃত্বে থাকা কোনও ব্যক্তি দ্বারা যৌনসঙ্গম।	পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদন্ড যা দশ বছর পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য।
৩৭৬-ডি	সদলবলে ধর্ষণ।	কুড়ি বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড যা সারা জীবনের জন্য সম্প্রসারণযোগ্য যা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটা পর্যন্ত বলবৎ থাকতে পারে।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য।
৩৭৬-ই	বারংবার অপরাধ।	সারা জীবনের জন্য হাজতবাস যার অর্থ আমৃত্যু তা বলবৎ থাকতে পারে।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য।
৪০৬	অপরাধমূলকভাবে বিশ্বাসভঙ্গ।	তিন বছর পর্যন্ত হাজতবাস ও ফাইন বা উভয়ই।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য।
৪৯৮-এ	কোনও মহিলার স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের দ্বারা করা নৃশংসতা।	তিন বছর পর্যন্ত হাজতবাস ও ফাইন।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য।
৫০৯	মহিলার সম্মানহানিকর কোনও শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কার্যকলাপ।	তিন বছরের সাধারণ হাজতবাস বা ফাইন বা উভয়ই।	শাস্তিযোগ্য ও অজামিনযোগ্য।

পুষ্টি বাগানের প্রশিক্ষণে স্বেচ্ছাসেবী আমন্ত্রণ

যাদব কুমার মন্ডল: বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের আবাদনগর মৌজায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের পুষ্টি বাগান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে লোক কল্যাণ পরিষদের সত্য নারায়ণ সর্দার পারিবারিক পুষ্টির প্রয়োজনে পুষ্টি বাগানের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। এই প্রশিক্ষণে পুষ্টি বাগান পরিকল্পনা কিভাবে করতে হবে, কোন সময়ে কোন কোন বীজ কোথায় লাগাতে হবে তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। জলের খরচ কমাতে আচ্ছাদন ও কলসী সেচের গুরুত্বের কথাও এই প্রশিক্ষণে উঠে আসে। জৈব পদ্ধতিতে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিমতেল, সাবান-কেরোসিন, ছাই-কেরোসিন প্রভৃতি প্রয়োগ সহ রাসায়নিক সারের পরিবর্তে কেঁচো সার ও তরল সারের ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

গরীবের ছাড়পত্র

বার্তা প্রতিনিধি : কোলকাতায় গরীবের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে পুর এলাকায় ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫২টি বিপিএল পরিবার রয়েছে। বিপিএল হওয়ার শর্তগুলি হল;

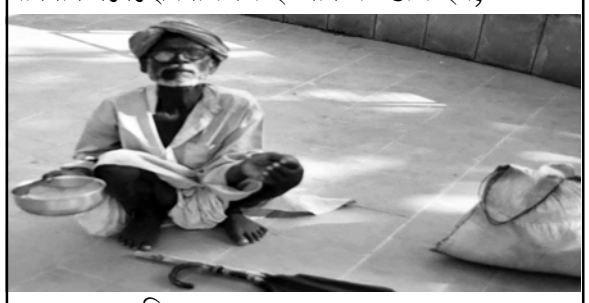

- পাকা বাড়ি থাকলে চলবে না।
- পাকা ছাদ থাকলে চলবে না।
- মোটর সাইকেল থাকলে চলবে না।
- ইলেকট্রিসিটি থকলে চলবে না।
- নিজস্ব শৌচাগার থাকলে চলবে না।
- বাড়িতে টিভি থাকলে হবে না।

প্রথম পাতার পর...

একশ' দিনের কাজে বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক জীবন

না, এ কোনও আরব্য উপন্যাসের জিনের কেরামতি নয়, এই সমস্ত ঘটনার নেপথ্যে আছে সরকারি প্রকল্প এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ, যে প্রকল্পের নেতৃত্বে স্বয়ং জেলাশাসক ড: সৌমিত্র মোহন এবং জেলা সভাধিপতি দেবু টুডু।

সম্প্রতি জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের সমস্ত জনপ্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে আয়োজিত এক সভায় এই প্রকল্পে আরো গতি আনার ব্যাপারে নির্দেশ নেওয়া হয়েছে। জবকার্ড গ্রাহকদের আরো বেশি করে কর্মসংস্থান করে দেওয়ার পাশাপাশি আরো দ্রুত তাদের হাতে মজুরি তুলে দেওয়ার ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়েছে। এর পরে জেলা জুড়ে এই প্রকল্প আরো গতি পেয়েছে।

তথ্য ও পরিসংখ্যান (২০/২/২০১৪ পর্যন্ত এম.আই.এস. অনুযায়ী) থেকে যা জানা যাচ্ছে, চলতি আর্থিক বছরে এখনো পর্যন্ত জেলায় প্রতিটি জবকার্ড গ্রাহক গড়ে কাজ পেয়েছেন ২৫ দিন করে। আর একশ' দিন করে কাজ করেছেন ৬১৭৬ টি পরিবার। যদিও এবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য একটা বড় সংখ্যার শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে জবকার্ড গ্রাহকদের, তবুও জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছেন, চলতি আর্থিক বছরে লেবার বাজেট অনুযায়ী যে পরিমাণ শ্রমদিবস তৈরি করা এবং মোট যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল, তার থেকে বেশি শ্রম দিবসও তৈরি হবে এবং ব্যয়ও বেশি হবে। শুধু তাই নয়, মোট একশ' দিন সম্পূর্ণ করে কাজ করা পরিবারের সংখ্যাও অনেকটাই বাড়বে বলে তারা দাবী করেছেন। ইতিমধ্যে সারা জেলায় মোট দশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিন শত আটাত্তর জনকে জবকার্ড দেওয়া হয়েছে। মোট খরচ হয়েছে ৪১৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। মোট শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে ১৮৮ লক্ষ ৭৭ হাজার। মোট ৭৬৩৬০০টি জবকার্ডধারী পরিবার এই কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত সারা জেলা জুড়ে মোট ১১৭৭৫ টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও ১৯২৫৪টি প্রকল্পের কাজ চলছে, যার অধিকাংশই চলতি আর্থিক বছরে শেষ হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ বর্ধমান জেলা জুড়ে চলছে তা অভাবনীয়।

এই সমস্ত কাজ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল জেলায় এসেছিলেন। তারা জেলার তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গিয়ে এই সমস্ত কাজগুলি খতিয়ে দেখে দিল্লীতে ফিরে গিয়ে যে প্রতিবেদন পেশ করেছেন তাতে এই জেলার বেশ কিছু কাজের প্রশংসা করা হয়েছে। এরকমই একটি কাজ হল, ভাতার ব্লকের এরুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের

দুই নম্বর সংসদের শ্রীপুর গ্রামের 'বন ও বেল পুকুর সংস্কার'। যেখানে মজে যাওয়া দু'টো ছোটছোট ডোবাকে সংস্কার করে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেয় ওই পঞ্চায়েত। ফলে ওই পরিত্যক্ত জলাশয় আজ প্রায় চার একর পরিমাপের বড় দিঘিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ওই জলাশয়ের চারধারে গড়ে উঠেছে আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের বাগান। তার জলে যেমন মাছ চাষ হচ্ছে, তেমনই সেখানকার অতিরিক্ত জল দিয়ে চারপাশের প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমিতে ফসল ফলানো হচ্ছে। ওই সমস্ত জমি এক ফসলী থেকে আজ তিন ফসলীতে পরিণত হয়েছে। ফলের বাগান, মাছচাষ ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীপুর গ্রামের চল্লিশটি পরিবার স্থায়ীভাবে উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে। এখনো পর্যন্ত এরুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ৮৬৭ টি পরিবার একশ' দিন করে কাজ পেয়েছেন, যা জেলার মধ্যে সর্বাধিক।

একশ' দিনের কাজের প্রকল্প এরকম প্রচুর সফল উদাহরণ বর্ধমান জেলা জুড়ে রয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঢালাই রাস্তা তৈরি, জল নিকাশের জন্য ড্রেন তৈরি, নদী বাঁধ সংস্কার ও নির্মাণ, মানোন্নয়ন, পুকুর সংস্কার, বৃক্ষরোপণের মত একাধিক সেক্টরে এই প্রকল্পের কাজ হচ্ছে। তবে তথ্যের ভিড়ে যে কথাটি না বললেই নয়, তা হল একশ' দিনের কাজে শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের দিয়ে নিরপেক্ষ অডিটের ব্যবস্থাপনা করা। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি পঞ্চায়েতে স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের নিয়ে পাঁচ জনের একটি দল তৈরি করা হয়েছে। এই দল পাশের পঞ্চায়েতে গিয়ে এই প্রকল্পে কাজের ব্যাপারে খোঁজ নেন। তারা জবকার্ডধারীদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি আগামী দিনে এলাকায় কী ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে ব্যাপারেও মতামত নিতে শুরু করেছেন।

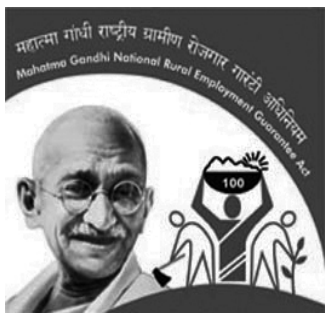

এছাড়াও যেটা জানা গেছে, আগামী আর্থিক বছর থেকে জবকার্ডধারীদের দ্রুত মজুরি প্রদানের লক্ষ্যে ই.এফ.এম.এস এর মাধ্যমে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এই পদ্ধতিতে গ্রাম পঞ্চায়েত কাজ করালেও রাজ্য থেকে সরাসরি জবকার্ডধারীদের অ্যাকাউন্টে মজুরি প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যেই বর্ধমান জেলায় এই কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই জেলায় মোট জবকার্ডধারীদের প্রায় ৫২শতাংশ অ্যাকাউন্ট পোস্ট অফিসে এবং বাকীটা ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য জায়গায় আছে।

মহিলা কিষাণী গীতা সোরেনের পুষ্টি বাগানটা ঘুরে দেখুন

পুরুলিয়া থেকে অজিত দেহেরি ও বিশ্বজিত মাহাতোর প্রতিবেদন

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ২ ব্লকের চিতমু গ্রাম পঞ্চায়েতের পগরো গ্রামের মা সরস্বতী মহিলা দলের জনৈকা মহিলা কিষাণ গীতা সোরেন। নিজের সামান্য জমিতে চাষবাস এবং দিন মজুর হিসেবে কাজ করে সংসার চালান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৮ জন।

কিভাবে তিনি পুষ্টি বাগান করলেন তার নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক। 'বর্ষার পরে আশ্বিন মাসের শেষদিকে আমি একটি সবজি বাগান শুরু করি। জায়গাটা বেশি বড় নয়। লম্বা ৩০ হাত, চওড়া ২০ হাত। এখানে প্রত্যেক মরশুমে আমি কোন না কোন সবজি চাষ করে থাকি। এবারও করেছি। এই চাষবাস নিয়েই তো আমাদের বেঁচে বর্তে থাকা। বাড়ীতে খাওয়া হয়, আবার বাজারে বিক্রি করেও সংসারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা যায়। আমার সবজি বাগানে যে সমস্ত সবজি চাষ করি তা পুষ্টির দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।'

■ **শাক জাতীয় সবজি:** সজনে শাক, পাকচই শাক, পালং শাক, লাল ডাটাঁ শাক, কুমড়ো শাক, সাদা ডাটাঁ শাক।

■ **ফল জাতীয় সবজি:** কুমড়ো, বেগুন, টমেটো।

■ **শুঁটি জাতীয় সবজি:** বিন, বরবটি, দেশি সীম, গোয়ার।

■ **কন্দ জাতীয় সবজি:** ওল, মূলো।

■ **মশলা জাতীয় সবজি:** লঙ্কা, ধনে, সরিষা, পিঁয়াজ।

■ **ভুট্টা চাষ:** আবার একই সঙ্গে সবজি চাষের পাশাপাশি - ৮ শতক জমিতে সিস্টেম অফ মেইজ ইন্টেসিফিকেশন (এস এম আই) পদ্ধতিতে ভুট্টার চাষও করেছি। সারির দূরত্ব ১৮ ইঞ্চি। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ১২ ইঞ্চি।

■ **বরবটি চাষ:** বরবটি লাগানো হয়েছে - ২ শতক জমিতে। ৩৫০ গ্রাম বীজ লেগেছে। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৬ ইঞ্চি। সারি থেকে সারির দূরত্ব ১২ ইঞ্চি।

■ **বাদাম চাষ:** নতুন ফসল হিসেবে ৫ শতক জমিতে বাদাম চাষ করা হয়েছে। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৪ ইঞ্চি এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব ১২ ইঞ্চি। আমার বীজ লেগেছে ৩ কেজি। এছাড়া ৪ শতক জমিতে আছে লাউ, কুমড়ো, ঝিঙ্গে, শসা, ঢেড়স। আমি মোট ২০ শতক জমিতে চাষ করেছি। কতটুকু খেয়েছি আর কতটা বিক্রি করেছি সেই হিসেবটা একটু দেখুন।

পুষ্টি বাগান : বিভিন্ন ধরনের শাক উৎপাদন হয়েছে দু'মাস ধরে। নিজেরা খেয়েছি - ৬০ কেজি। বিক্রি করেছি ১১০ কেজি। মোট ১৭০ কেজি। প্রতি কেজি ১২ টাকা দরে বিক্রি করে ২০৪০ টাকা পেয়েছি। এর মধ্যে বাড়ীতে খাওয়াও ধরা হয়েছে।

শুঁটি জাতীয় সবজি: যেমন সীম উৎপাদন হয়েছে ১৫ কেজি। কেজি প্রতি ১০ টাকা ধরলে ১৫০ টাকা। এটা আমরা নিজেরা খেয়েছি। গোয়ার পাওয়া গেছে ৭০ কেজি। নিজেরা খেয়েছি ২০ কেজি। বাজারে বিক্রি করেছি ৫০ কেজি। কেজি প্রতি দাম ১৬ টাকা। খাওয়া সহ ধরলে এই সবজির বাজার মূল্য দাঁড়ায় ১১২০ টাকা।

কন্দ জাতীয় সবজি: মূলো হয়েছে ২০ কেজি। বাড়ীতেই খাওয়া হয়েছে। কেজি প্রতি ১০ টাকা ধরলে বাজার মূল্য দাঁড়ায় ২০০ টাকা। ওল পাওয়া গেছে ১০ কেজি। বাড়ীতেই খাওয়া হয়েছে। বাজার মূল্য ২০ টাকা ধরলে আয় হয়েছে ২০০ টাকা। ভুট্টা, বরবটি, বাদামের হিসেব এখনও করিনি। আমি পুষ্টি বাগান থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ৩৬১০ টাকা আয় করেছি।

তাছাড়াও নিজের জন্য বীজ রেখেছি। আমি আমার আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছি। সাহস ও মনোবল বেড়েছে। অন্যেরাও যদি এই সবজি বাগান দেখে নিজেরা কিছু করতে পারে এবং সামান্য দারিদ্রও যদি ঘুচাতে পারে তবেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক হবে, বাড়ীর পাশের লাগোয়া জমিতে বেশ সুন্দর পুষ্টি বাগান করেছেন গীতা সোরেন। সুদূর ঝাড়খন্ড স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশনের ৬ জন সদস্য এসে বাগানও দেখে গেছেন। চলুন আমরাও যাই, সেই মহিলা কিষাণীর বাগান দেখতে এবং তার মুখ থেকে বাগানের কথা শুনতে।

এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষ করে লাভ পেল চাষী

বার্তা প্রতিনিধি: বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের সুসংহত জলবিভাজিকা কর্মসূচির মালকোড়া মৌজার চাষী নকুল দাস ৪ কাঠা জমিতে এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষ করে আর্থিক লাভের মুখ দেখেছেন। ডিম ভাসা লবণ জলে ধান বাছাই, গোমূত্র দিয়ে শোধন করে ২৫০ গ্রাম ধানের বীজ বুনে বাড়িতে চারা করেছিল। তার ঠিক পনেরো দিনের মাথায় আট ইঞ্চি পর পর একটি করে চারা বসিয়েছেন। এক একটি চারা থেকে ৪০-৫০টি পাশকাঠি বেরিয়েছিল।

ডাঙ্গা জমিতে এই পদ্ধতিতে চাষ করে ২ কুইন্টাল ফলন পেয়েছেন। এই হিসেবে বিঘা প্রতি ১০ কুইন্টাল ধান হবে। এস আর আই চাষে নকুল দাসের খরচ হয় -

গোবর গ্যাস - ৪ গাড়ি	-	১২০.০০ টাকা
২ কেজি ২৬:২৬:২৬	-	৫০.০০ টাকা
২ কেজি ইউরিয়া	-	১৬.০০ টাকা
পারিশ্রমিক বাবদ	-	৬০০.০০ টাকা
অন্যান্য	-	১৫০.০০ টাকা
মোট	-	৯৩৬.০০ টাকা
২ কুইন্টাল ধানের দাম	-	২২০০.০০ টাকা
মোট লাভ ২২০০-৯৩৬	-	১২৬৪.০০ টাকা

চাষবাসে জৈব সারের গুরুত্ব বাড়ছে

বার্তা প্রতিনিধি: রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের মাধ্যমে চাষের গুরুত্ব আমাদের রাজ্যে ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিন্তু জৈব চাষ যাতে আরও বেশি পরিমাণে বাড়তে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এতে চাষী এবং চাষ উভয়েরই যেমন মঙ্গল হবে তেমনি পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রেও সুফল মিলবে। রাসায়নিক সারের দাম যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাতে চাষের খরচও চাষীর নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফসল উৎপাদনে যা খরচ হচ্ছে বাজারে তার চেয়ে কম মূল্যে ফসল বিক্রি হওয়ায় চাষীরা চাষের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন কম হওয়ার ফলেও চাষীরা লোকসানের মুখে পড়ছেন। তারও একটি বড় কারণ হল, ক্রমাগত রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি কমে যাওয়া। তাই জমির উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে চাষীরা এখন জৈবসারের দিকে ঝুঁকছেন। চাষবাসে জৈব সারের পরিমাণ যত বেশি বাড়বে মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জমির সুরক্ষার ক্ষেত্রেও তত বেশি সুফল পাওয়া যাবে।

জৈব কৃষির প্রশ্ন উঠলেই চাষীদের প্রথমেই জমিতে তরল সার ব্যবহারের চিন্তাভাবনা করা দরকার। তরল সার হল সম্পূর্ণভাবে জৈব এক রকমের উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান। এর মধ্যে গাছের সুষম বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাথমিক ও গৌণ খাদ্যোপাদান রয়েছে। তরল সার চাষে প্রয়োগ করলে ফসলের সার্বিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনশীলতা ভালভাবে বজায় রাখা যায়। যেহেতু তরল সার চাষী তার বাড়ীতে নিজেই তৈরি করতে পারেন তাই খুব সামান্য খরচেই তরল সার তৈরি করা যায়। বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা ও গোবর জলের সাহায্যে তাড়াতাড়ি এই সার তৈরি করা সম্ভব।

তরল সার তৈরির পদ্ধতি ও ব্যবহার:

✹ বিভিন্ন রকমের গাছগাছালি যথা নিম, বাসক, নিশিন্দা, গাঁদা, তুলসী, তেঁতুল, ধঞ্চে প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের ওষুধি গাছ ও পাতা কুচি কুচি করে কেটে ড্রাম বা বালতিতে গোবর জলের সাথে মিশিয়ে রাখা হয়। মাঝে মাঝে ড্রামের মিশ্রণটিকে ঘেঁটে দেওয়া হয়। গোবরের মধ্যে প্রায় সব ধরনের উপকারী জীবাণু থাকায় গাছগাছালির পাতার তাড়াতাড়ি পচন হয়। ১৫ থেকে ২০ দিন এইভাবে রেখে দিলে গোবর সার প্রস্তুত হয়ে যায়। এর পর তা নিয়মিতভাবে ফসলে প্রয়োগ করা যায়।

✹ তরল সার স্প্রে আকারেও ফসলে প্রয়োগ করা যায়। গাছের বাড়ন্ত অবস্থায় তরল সারের প্রয়োগে ফসলের পরিমাণ বাড়ে। গোবরের মধ্যে প্রায় সমস্ত রকমের উপকারী জীবাণু থাকায় ফসলের পক্ষে ভাল কাজ দেয়।

✹ তরল সার প্রস্তুত করে বেশি দিন ফেলে রাখা চলে না, তাতে সারের গুণগত মানের তারতম্য ঘটে। তরল সার প্রস্তুত হয়ে গেলে তা সাথে সাথে বা কয়েক দিনের মধ্যেই ফসলে প্রয়োগ করা উচিত।

✹ তরল সারের ব্যবহারে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন ধীরে ধীরে ২০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব। এতে চাষীদের চাষের খরচ অনেকটাই বেঁচে যাবে।

✹ তরল সারে ওষধিগুণ থাকায় ফসলে রোগ পোকার উপদ্রব কমে আসে। এর ফলে চাষীরা কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

✹ সবজি, ফুল, ফল, ডালশস্য, তৈলবীজ, ধান প্রভৃতি ফসলে তরল সার প্রয়োগ করে চাষীরা আর্থিক দিক থেকেও যথেষ্ট লাভবান হতে পারেন।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত